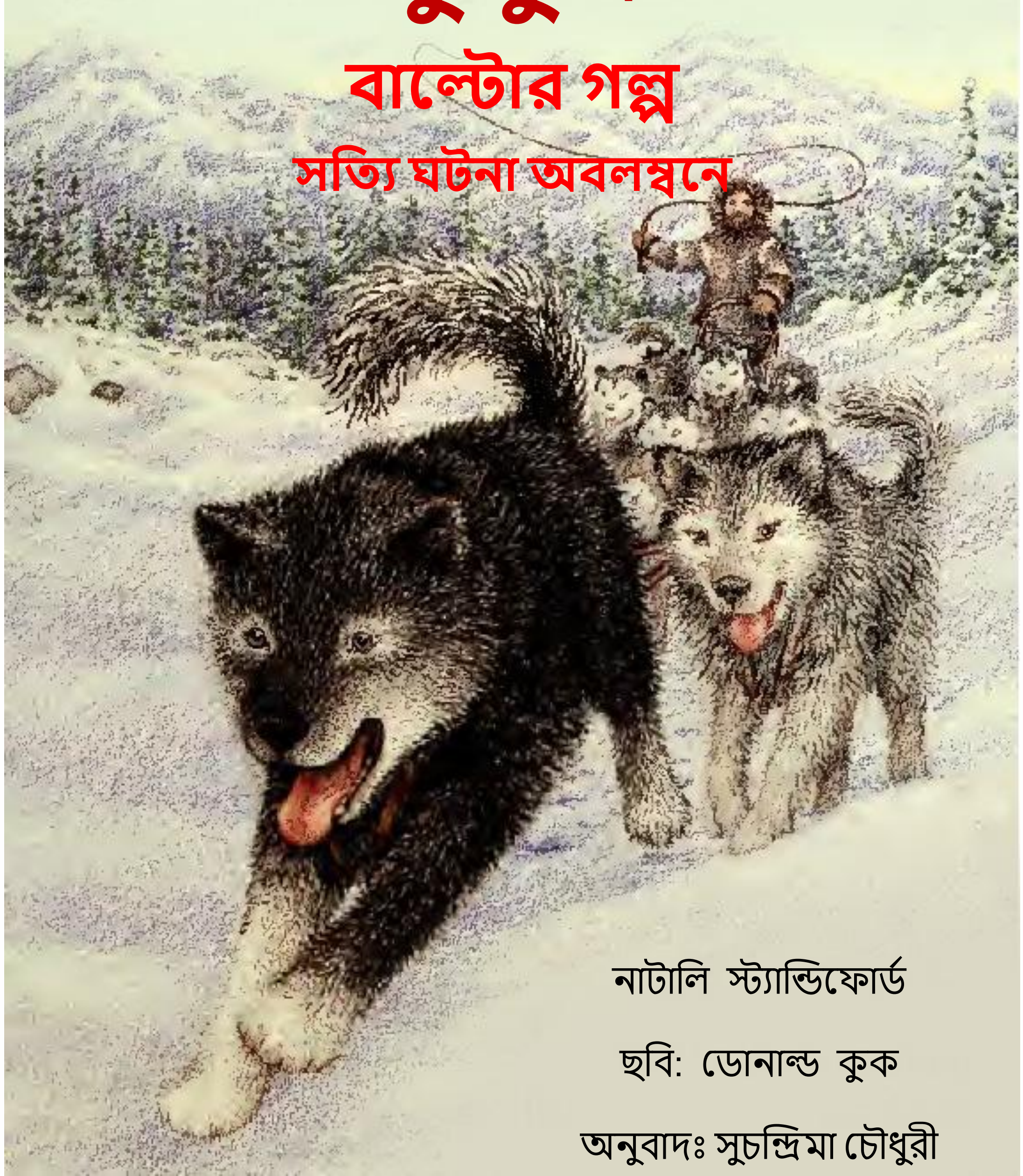
বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী কুকুর

বাল্টোর গল্প

সত্যি ঘটনা অবলম্বনে



নাটালি স্ট্যান্ডিফোর্ড

ছবি: ডোনাল্ড কুক

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী কুকুর

বাল্টোর গল্প

সত্যি ঘটনা অবলম্বনে



নাটালি স্ট্যান্ডিফোর্ড

ছবি: ডোনাল্ড কুক

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



আজ তোমাদের একটা সত্যি ঘটনা বলব।

খুব সাহসী এক কুকুরের গল্প।

কুকুরটার নাম ছিল বাল্টো।

সালটা ছিল ১৯২৫।

বাল্টো আলাস্কার নোম শহরে থাকত।

নোম একটি সীমান্ত শহর ছিল।

বছরের বেশিরভাগ সময়ই শহরটা বরফে চাপা পড়ে থাকত ।

সেবছর শীতকালে সেখানে প্রচুর বরফ পড়েছিল।

সেখানে যাতায়াতের কোনো উপায় ছিল না।

বিমানেও নয়, ট্রেনেও নয় ।

নৌকা বা গাড়ি কোনোটি দিয়েই নয়।

আলাস্কায় চলাচলের একটি একমাত্র উপায় ছিল কুকুর দিয়ে টানা স্লেজ।



বাল্টো একটি স্লেজ কুকুর ছিল।

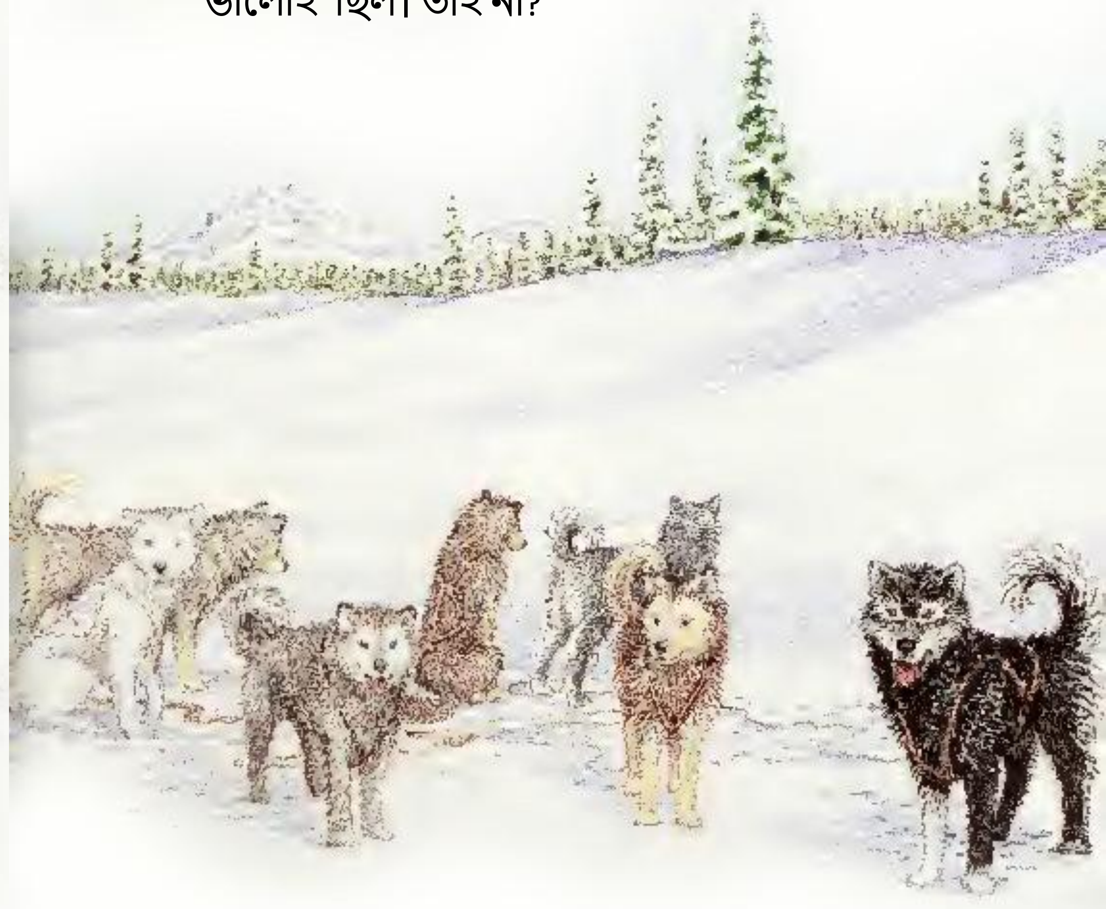
এবার যে জায়গার কথা বলছি, সেটা নোম থেকে কিছুটা দূরে।

সেখানে বাল্টো একটা সোনার খনিতে আগে কাজ করত।

খনি শ্রমিকদের জন্য সে খাবার নিয়ে যেত

এবং জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সাহায্য করত।

একটি স্লেজ কুকুরের জন্য জীবনটা বেশ ভালোই ছিল। তাই না?





বাল্টোর ড্রাইভারের নাম ছিল গুনার।

গুনার বাল্টোকে তার প্রধান কুকুর বানিয়েছিল।

দলের প্রধান কুকুরটি সবার আগে দৌড়ায়।

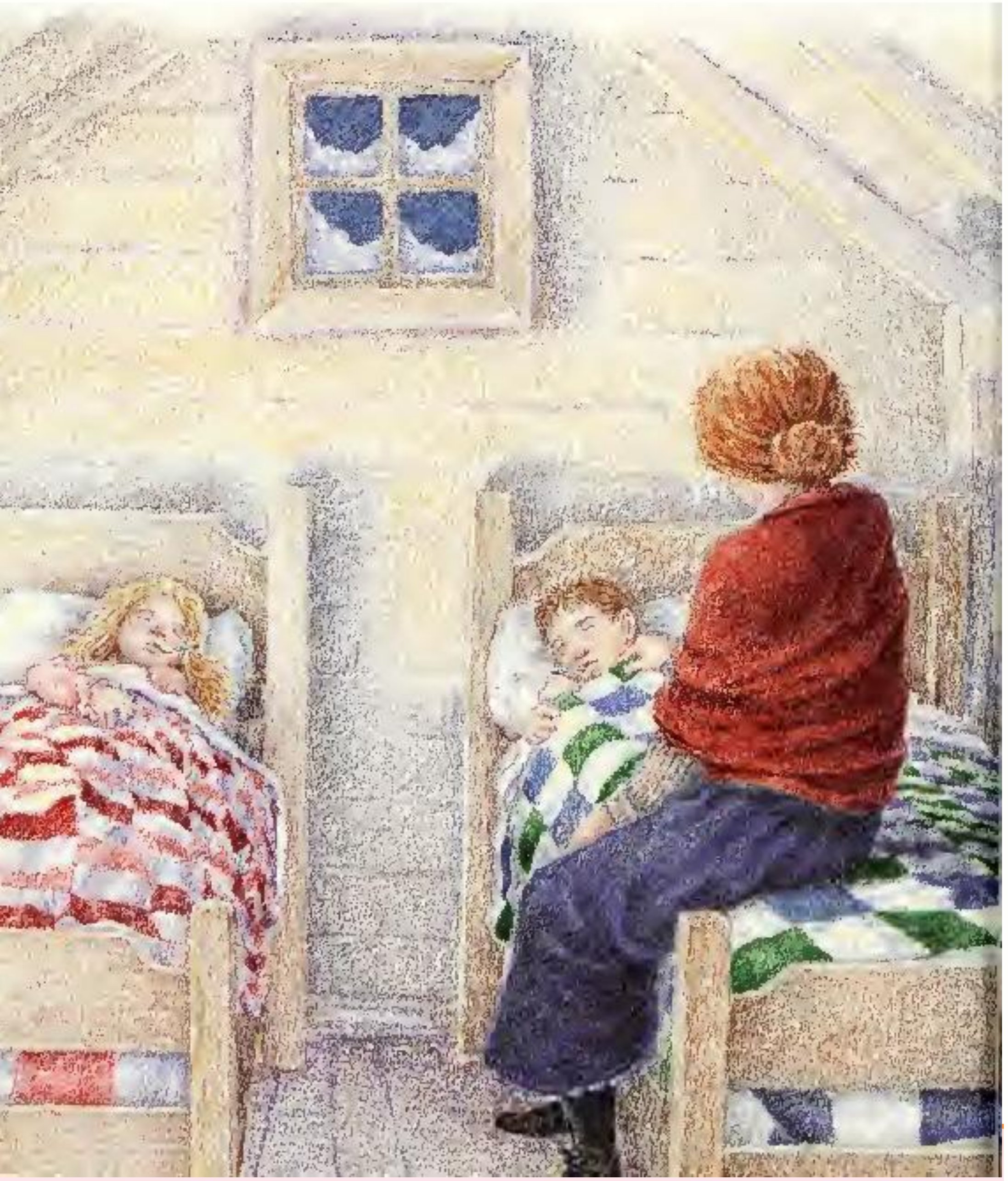
সে পথ দেখায়।

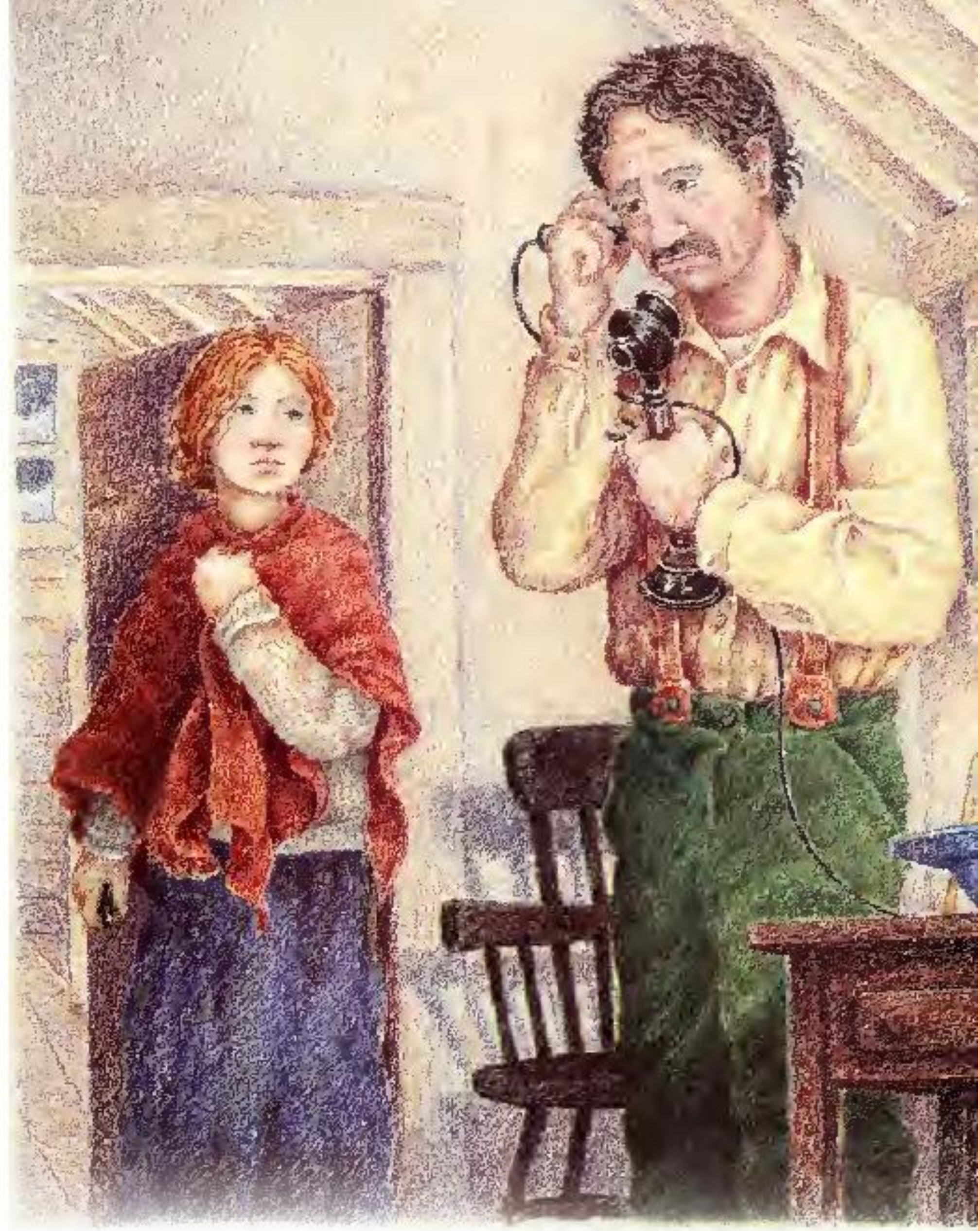
অন্য সব কুকুরগুলো প্রধান কুকুরটির পিছনে দৌড়ায়।

তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান কুকুরটিকে প্রধান বানানো হত।

এবং এটি সবচেয়ে শক্তিশালী কুকুর হত- বলাই বাহুল্য।

শীতের এক ঠান্ডা দিনে নোমেতে
একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটল।
দুটি শিশু খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল।





বাচ্চাদের বাবা-মা ডাক্তারকে ফোন করলেন।
আর তিনিই ছিলেন পুরো শহরের একমাত্র ডাক্তার।

যখন ডাক্তার বাচ্চাদের দেখলেন, তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগ

ডিপথেরিয়ায় ভুগছিল বাচ্চারা।

ডাক্তারের কাছে ওই রোগের কোনো ওষুধ ছিল না।

কিন্তু ওষুধ ছাড়া বাচ্চা দুটির মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।

নোমেতে এই একই সময় আরও অনেক শিশুই একই রোগে আক্রান্ত ছিল।

তাদের সবারই ওষুধের প্রয়োজন ছিল।

ডাক্তার জানতেন যে রোগীদের তাড়াতাড়ি ওষুধ দিতে হবে।

নইলে তারা মারা যাবে!





আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজ হাসপাতালে
ওই রোগের ওষুধটা পাওয়া যেত।
কিন্তু অ্যাঙ্কোরেজ ছিল অনেক দূর।
অ্যাঙ্কোরেজের ডাক্তাররা নোমের বাচ্চাদের জন্য ওষুধটা একটি ট্রেনে কোনোমতে উঠিয়ে দিল।

কিন্তু ট্রেনটি ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই গভীর বরফে আটকে গেল।

ট্রেনটি তখনও নোম থেকে ৭০০ মাইল দূরে ছিল!

তখন নোমের অধিবাসীরা একটি সভা ডাকল।

তারা সবাই খুব ভয় পেয়েছিল।

"এখন কী করা যায় ?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

“ওই ওষুধটা ছাড়া তো কিছুই করা সম্ভব না।”

অবশেষে কেউ একজন বলল, “কুকুরদের স্লেজ দৌড় প্রতিযোগিতা করা যায় না? এক দল ওষুধ নিয়ে বেশ কিছুটা দৌড়াবে। সেই দল ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আরেকটা নতুন দল দায়িত্ব নিয়ে নেবে।”

এতে ঘরজুড়ে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

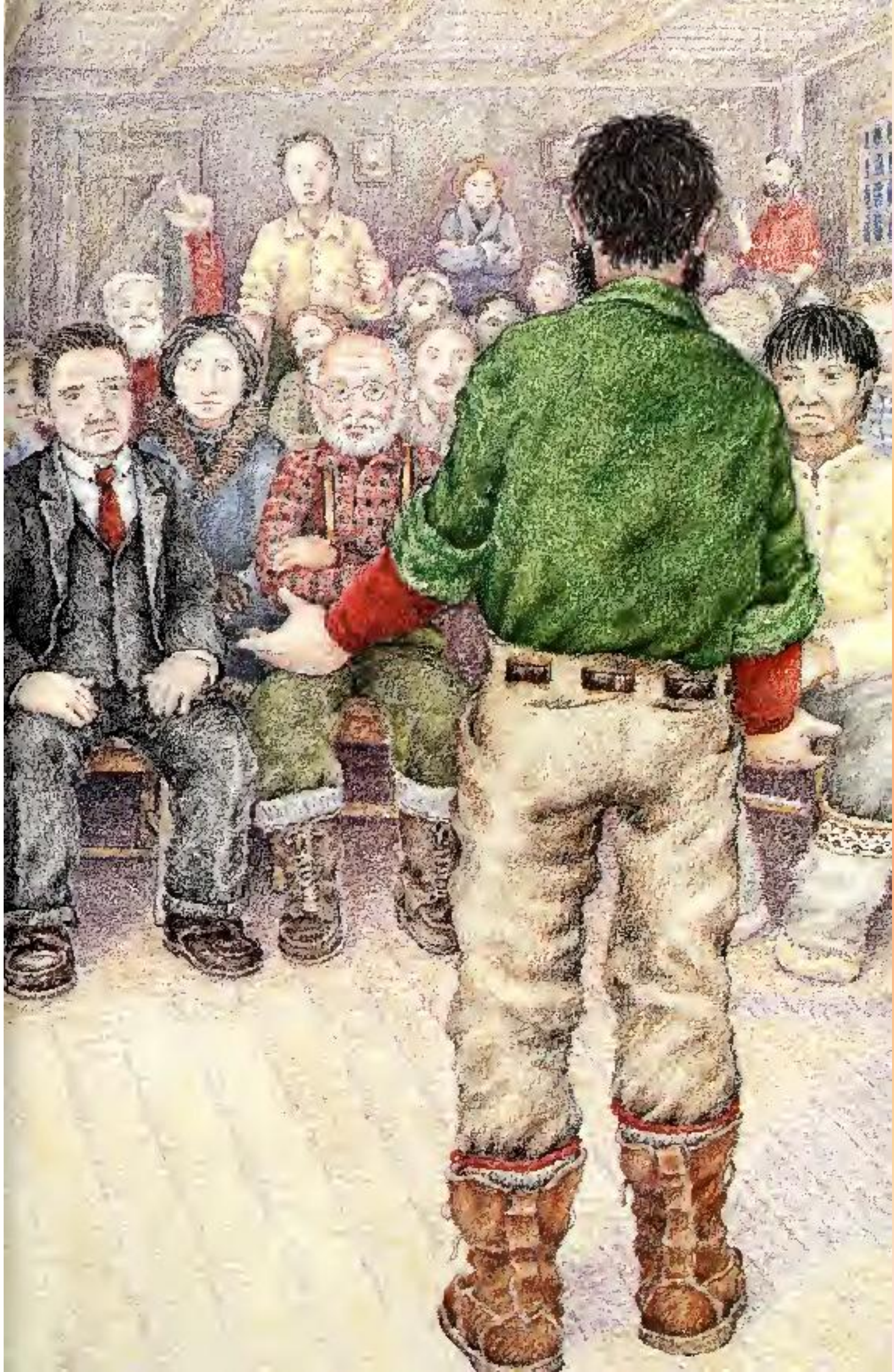
সেই মুহূর্তে জনগণের কাছে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার এটাই দ্রুততম উপায় বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু ডাক্তার চিন্তিত ছিলেন। তিনি বললেন,

“এভাবে ওষুধটা পেতে অন্তত পনেরো দিন সময় লাগবে।

পনের দিন মানে অনেক দিন।

অনেক অনেক বেশি দিন।”





হয়তো ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন।

কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিল না।

তাই মেয়র রেডিওতে একটি বার্তা পাঠালেন।

“দয়া করে সাহায্য করুন!” তিনি বললেন।

“আমাদের শহরকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের সেরা চালক ও কুকুর প্রয়োজন!”



গুনার রেডিওতে মেয়রের কথা শুনল।

গুনার জানত যে তার কাছে সেরা কুকুরের দলটা ছিল।

এবং সেরা প্রধান কুকুরও বটে।

সে শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইল।



২৭শে জানুয়ারী

নোমের দিকে দৌড় শুরু হলো।

রিলে প্রতিযোগিতায় মোট একুশটি
কুকুরের দল ছিল।

প্রতিটি দল ভিন্ন ভিন্ন স্টপে

অপেক্ষা করছিল।



প্রথমে চালক ট্রেন থেকে ওষুধটা নিলেন।

তিনি ওষুধটাকে ঠান্ডা মোড়কে ঢেকে দি্লেন। পশম দিয়ে।

তারপর তিনি তাঁর কুকুরগুলোকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বিতীয় গন্তব্যে পৌঁছে দিলেন।

তিনি যথাসময়ে তাঁর যাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন।





কিন্তু শীঘ্রই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল।

সমানে ঠান্ডা বাড়তে লাগল।

তারপর শুরু হল তুষারঝড়!

সে ছিল এক ভয়াবহ ঝড়।

তবুও দৌড় চলতে থাকল।

একেক কুকুরের দল ঠিকভাবেই তাদের পরবর্তী গন্তব্যে ওষুধ পৌঁছে দিতে লাগল।



একটি দলের দুটি কুকুর ঠান্ডায় মারা গেল।

তখন চালক স্লেজটির সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন।

এইভাবে তিনি তাঁর অবশিষ্ট কুকুরগুলোকে নিয়ে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে বাকী পথ অতিক্রম করলেন।



গুনার এবং বাল্টো ব্লাফ নামক নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করছিল।

তাদের ব্লাফ থেকে পয়েন্ট সেফটি পর্যন্ত

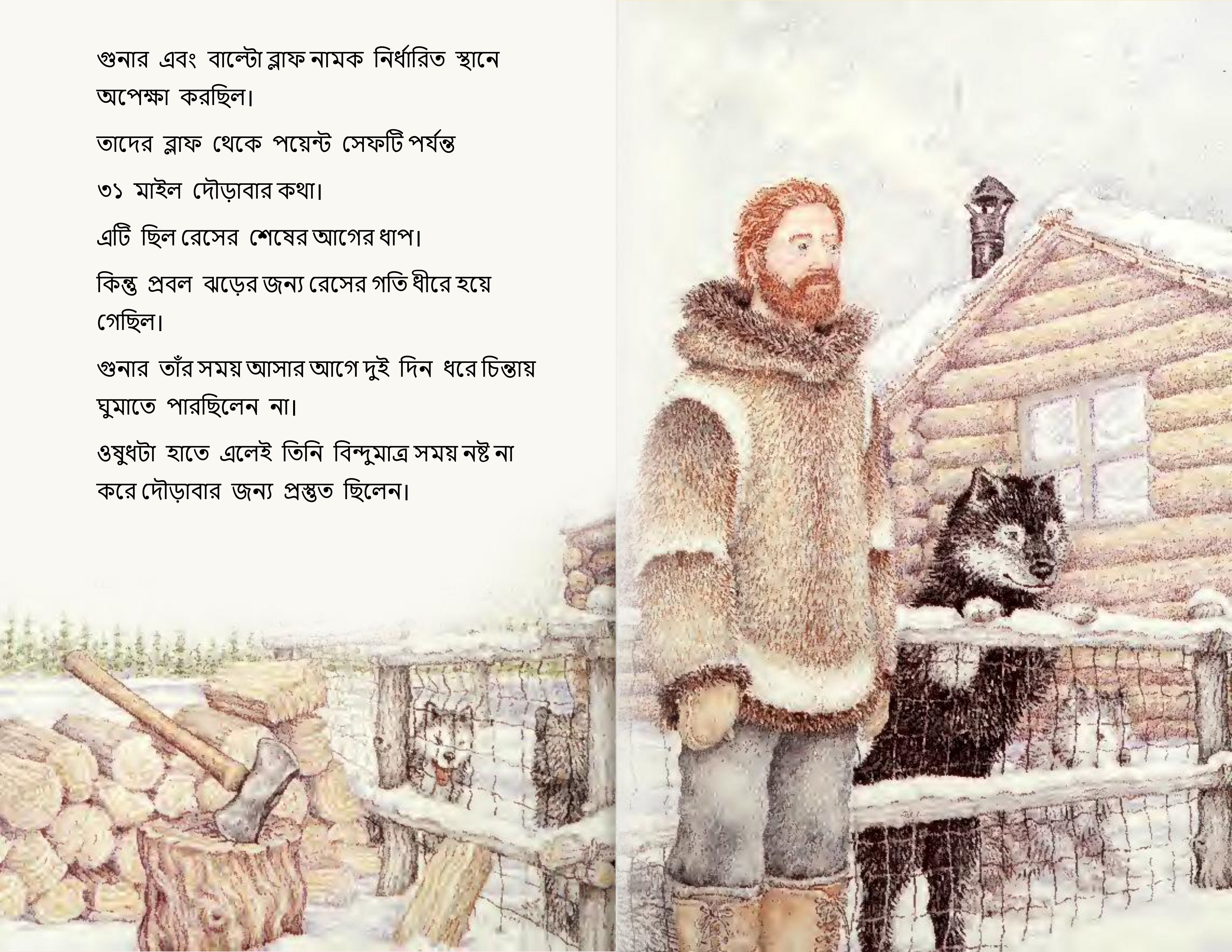
৩১ মাইল দৌড়াবার কথা।

এটি ছিল রেসের শেষের আগের ধাপ।

কিন্তু প্রবল ঝড়ের জন্য রেসের গতি ধীরে হয়ে গেছিল।

গুনার তাঁর সময় আসার আগে দুই দিন ধরে চিন্তায় ঘুমাতে পারছিলেন না।

ওষুধটা হাতে এলেই তিনি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দৌড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।





অবশেষে, গুনার কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলেন।

ওষুধ এসে গেছে!

তিনি একটি ছোট উনুন এবং কিছু খাবার স্লেজ গাড়িতে রাখলেন।

তারপর তিনি তাঁর কুকুরগুলোকে গাড়ির সাথে বেঁধে ফেললেন।

বাল্টো গর্বের সাথে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গুনার চাবুক চালালেন।

"মুশ!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

"মুশ!" মানে "যাও।"

দলটি তুষারাবৃত রাত ভেদ করে ছুটে চলল।



প্রথমে দলটি বেশ ভালোই দৌড় লাগাল।

কিন্তু তারপরই তাদের সামনে প্রথম বাধা এল। বরফের স্তূপে তাদের পথ বন্ধ হয়ে গেছিল।

কুকুরগুলোর গলা পর্যন্ত বরফের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল।

তাদের নড়ার ক্ষমতা রইল না।

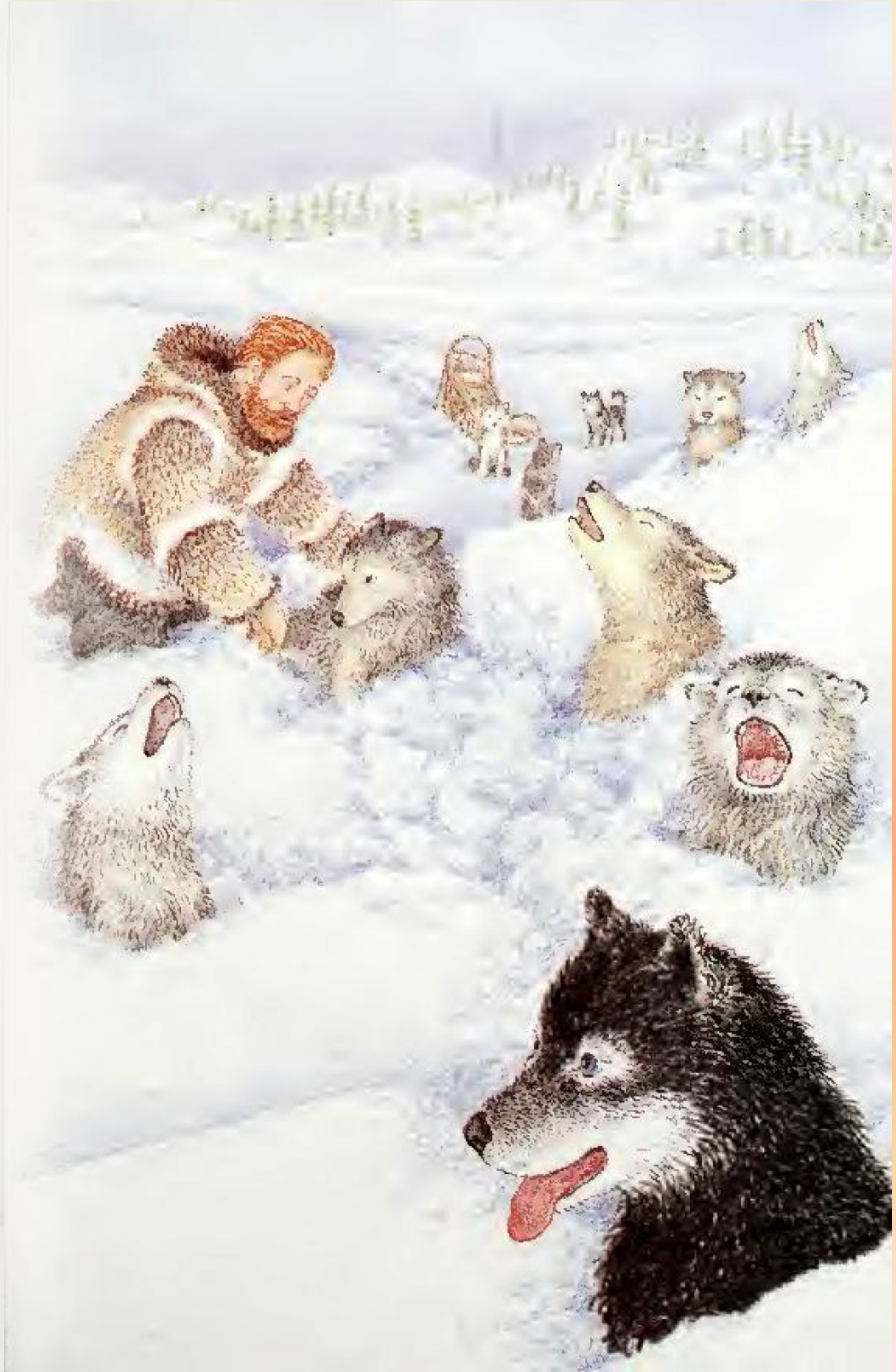
তারা ভয়ে চীতকার করতে শুরু করল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু বাল্টো নয়।

সে চুপচাপ আর ধীর-স্থির রইল।

তার এই স্থির ভাব গুনার যখন অন্যান্য কুকুরদের বরফ থেকে টেনে বের করছিলেন তাদেরও শান্ত থাকতে সাহায্য করছিল।

অবশেষে আবার দলটি এই দুর্গম অংশ কাটিয়ে আবার তাদের মূল পথে রওনা দিল।



এরপর দলটি পার করল এক হিমায়িত

নদী।

কুকুর এবং স্লেজ দুইই বরফের উপর দিয়ে যেতে গিয়ে বারবার পিছলে যাচ্ছিল, আবার উঠছিল।

একবার তো স্লেজটি পুরো উল্টে গেল।

গুনার তাকে আবার তুলে সোজা করলেন।

কিন্তু ওষুধটা ঠিক আছে নাকি দেখতে গিয়ে তাঁর তো মাথায় হাত।

ওষুধ তো নেই!





গুনার পাগলের মতো ওষুধ খুঁজছিলেন।

তিনি প্রবল তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ওষুধের প্যাকেটটি পেলেন।

তিনি ওটাকে আবার স্লেজের ভিতর রাখলেন।



দলটি নদী পেরিয়ে দৌড়াতে থাকল।

হঠাৎ বাল্টো থেমে গেল।

"মুশ, বাল্টো!" গুনার চেঁচিয়ে বললেন।

কিন্তু বাল্টো একটুও নড়ল না।

তখুনি গুনার বুঝতে পারলেন বাল্টোর না নড়ার কারণ।

জানো, বাল্টো কেন এমন করেছিল?

তার সামনে যে বরফের ফাটল দেখেছিল সে!

যদি দলটি নদীতে পড়ে যায় ,

তাহলে তারা সবাই ডুবে যাবে।

বাল্টো একদম ঠিক সময়ে গাড়িটা থামিয়েছিল।

“সাবাস বাল্টো!" গুনার বললেন।

তখনই তিনি লক্ষ্য করলেন যে বাল্টোর পাগুলো ভেজা।

যদি পা জমে যায়, বাল্টো আর কখনো হাঁটতে পারবে না।

গুনার দ্রুত বাল্টোকে স্লেজ থেকে খুলে দিলেন।

দ্রুত তিনি বাল্টোকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে শুকনো আর ঝুরো ঝুরো বরফ।

সেখানে গিয়ে গুনার বাল্টোর পায়ে ঐ শুকনো গুঁড়ো বরফ ঘষে দিলেন।

বাল্টোর পা শুকিয়ে গেল।

বাল্টো আবারও দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত ছিল।



বাল্টো দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে

ফাটল বাঁচিয়ে আবার শক্ত মাটিতে
নিয়ে গেল।

তারা পথভ্রষ্ট হওয় নি তো?

গুনারের কোনো ধারণাই ছিল না।

এতটাই ভয়ঙ্কর তুষারপাত হচ্ছিল যে

গুনার তাঁর হাত বাড়িয়ে সে হাতটাই

দেখতে পাচ্ছিলেন না।





কিন্তু এই পথে বাল্টো আগেও অনেকবার
স্লেজ চালিয়েছিল।

এখন সবকিছুই তার ওপরেই নির্ভর করছিল।

অবশেষে ঝড় থামল।

গুনার পয়েন্ট সেফটি দূর থেকে দেখতে পেলেন।

এসবই বাল্টোর জন্যই সম্ভব হয়েছে, গুনার ভাবলেন।

মনে মনে তিনি ভাবছিলেন কখন গিয়ে আগুনে হাত সেঁকবেন।

কিন্তু পয়েন্ট সেফটির সব বাতি বন্ধ কেন?

তাহলে কি পরবর্তী চালক ও তার কুকুরের দল এখনো এসে পৌঁছায় নি?

গুনারের বুঝতেই পারছিলেন না।

এবং তাদের হাতে নষ্ট করার সময়ও ছিল না।

তাই গুনার আর বাল্টো থামল না।

তারা খুবই ক্লান্ত ছিল, তবুও তারা থামল না।

তারা সারারাত ধরে নোমের দিকে দৌড়াতে থাকল।



তখন ঠিক ভোর ভোর হবে হবে করছে।

আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে।

নোম শহরের সবাই ঘুমিয়ে তখনো কাদা।



গুনার ও তার দল শহরে এসে পৌঁছাল।

তারা লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছিল!

বাল্টো তখন এত ক্লান্ত ছিল যে সে ঠিক করে ঘেউ ঘেউও করতে পারছিল না।

একটানা ২০ ঘন্টা তারা দৌড়েছে।

মোট ৫৩ মাইল তারা স্লেজ চালিয়েছে!





গুনার ওষুধটা ডাক্তারকে দিলেন।

ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মনে হচ্ছিল ওষুধটি আসতে পনের দিন লাগবে।

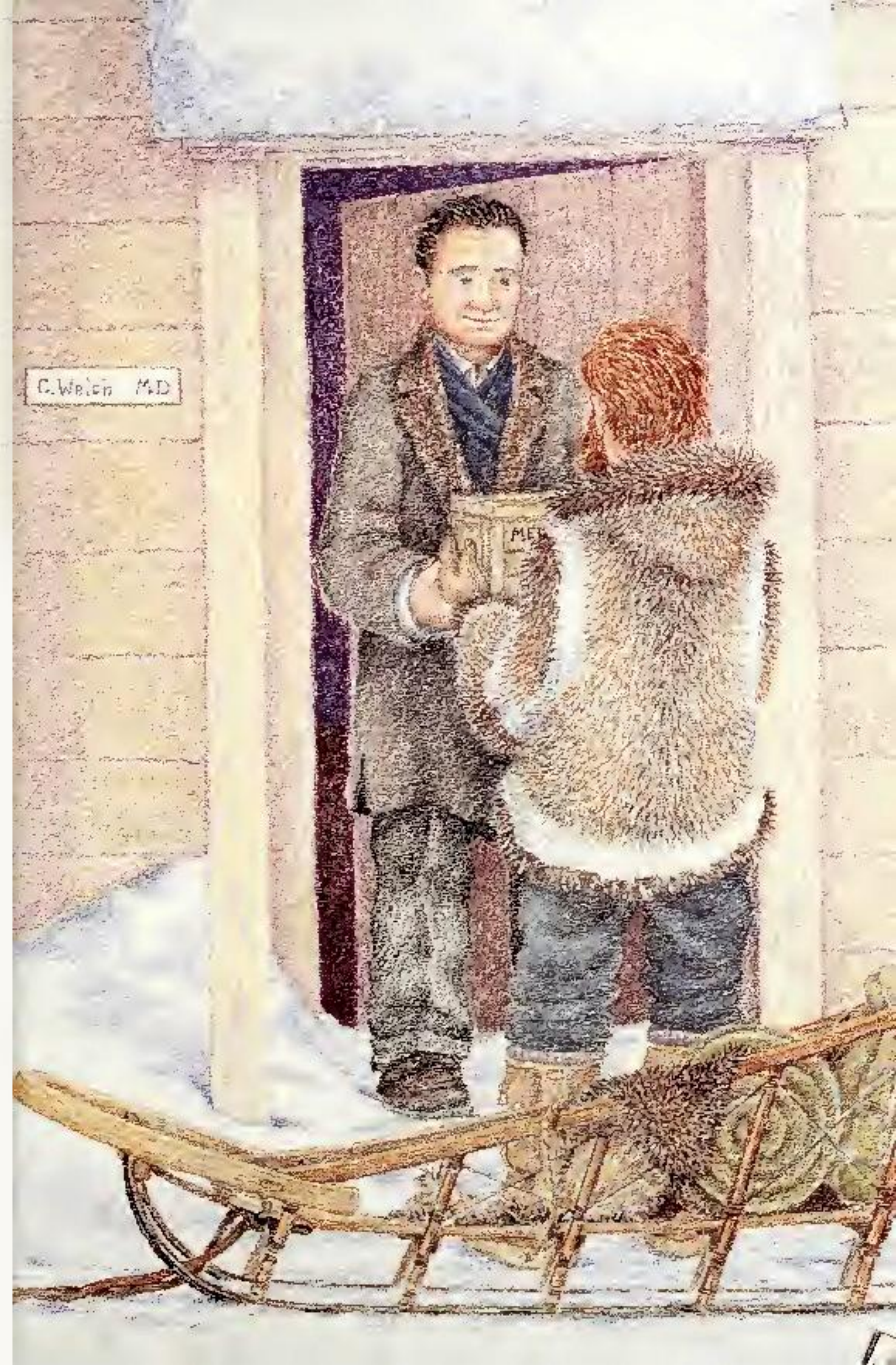
কিন্তু গুনার আর তাঁর দলের জন্য ওষুধটা মাত্র সাড়ে পাঁচ দিনে এসে গেছিল!

"ধন্যবাদ, গুনার!" বললেন ডাক্তার।

“তুমি একজন মহান বীর!”

"না, আমি না, এর নায়ক হলো বাল্টো," গুনার বললেন।

“ বাল্টো না থাকলে আমরা এটা করতে পারতাম না।”



ডাক্তার অবিলম্বে তাঁর কাজ শুরু করলেন।

তিনি সব অসুস্থ বাচ্চাদের ওষুধ দিলেন ।

তারা সব কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

নোম নগরী রক্ষা পেল।





আমেরিকা জুড়ে সবাই বাল্টোর কথা সংবাদ পত্রে পড়ল।

বাল্টোর বীরত্বের কথা পড়ে সকলে অনেক উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বাল্টো গোটা বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত কুকুর নামে পরিচিতি পেল।

এক বছর পর নিউ ইয়র্ক শহরের মানুষ

বাল্টোর একটি মূর্তি স্থাপন করল।

আজও এটি নিউ ইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল পার্কে রয়েছে।

বাচ্চারা ওই মূর্তিটার ওপর খেলা করে।

তারা বাল্টোকে মনে রাখে,

সর্বকালের সবচেয়ে সাহসী কুকুর হিসেবে!



সমাপ্তি